দ্বিতীয় অধ্যায়

- দেশের নদ-নদী রক্ষায় প্রদত্ত পরামর্শ ও সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার

দেশের নদ-নদী রক্ষায় কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ/সুপারিশমালার সংক্ষিপ্তসার

নদ-নদীর সীমানা নির্ধারণ ও অবৈধ দখল, উচ্ছেদ ও উদ্ধারঃ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ঃ ধারা ১২ [খ], [গ]ঃ

নদী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও দপ্তরগুলি এবং বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, সভা/সেমিনার/কর্মশালা কনফারেন্স/বিশেষ আলোচনা/বিশেষ মতামতের ভিত্তিতে নদ-নদী খাল বিল, হাওড়, জলাশয় ও জলাধারকে অবৈধ দখল মুক্তকরণ এবং পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে দূষণের কবল থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শ সহায়তা গ্রহণ করতে পারে।

১। ক] নদী সিকস্তি বা পয়স্তির কারণে যথাক্রমে জমির ভাঙন কিংবা পয়স্তি হলে ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধান বাস্তবায়নার্থে উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার ক্ষমতাবলে কালেক্টর/ জেলা প্রশাসক নদীর জমির হালনাগাদ RoR প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করবেন/করাবেন। খ] নদীর জমি জনঅধিকারভুক্ত [Public Right of Easement] সম্পত্তি বিধায় তা রাষ্ট্রের পক্ষে SATA, ১৯৫০ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন-কানুনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে কালেক্টরই সংরক্ষণ করবেন, যা তার আইনানুগ পবিত্র দায়িত্ব এবং তিনি যে কোনো সময় [at any time] এ ক্ষমতা কার্যকর প্রয়োগে ক্ষমতাবান। গ] এই ক্ষমতার ন্যায়ানুগ ও সময়াবদ্ধ আবশ্যিক ও যথার্থ প্রয়োগ করে কালেক্টর CS পর্চার ভিত্তিতে নদীর মালিকানা ও স্বত্ব/স্বার্থ সরেজমিন বিচ্যুতি/ভুল-ভ্রান্তি তুলনা করে সংশোধনের আদেশ বিবেচনাসহ যে কোনো Fraudulent Entry/আইনের ব্যাত্যয় রোধ করবে এবং নদ-নদী জলাশয় ও জলাধারের জমি রক্ষা করতে সচেষ্ট হবেন।

২। ক] জেলা কালেক্টর জরিপ বিভাগের সহায়তায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের মাধ্যমে State Acquisition and Tenancy Act 1950 এর ৮৬, ৮৭ ধারার অধীনে AD লাইন টানা/দিয়ারা জরিপের কাজ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অবিলম্বে নিষ্পন্ন করবেন এবং ১৪৩ ধারার মাধ্যমে যে কোনো সময় প্রয়োজনানুসারে নদীর রেকর্ড বাস্তবতার নিরিখে হালনাগাদ করবেন/করাবেন। খ] ১৪৪ ধারার অধীনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক নদীর জমি ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হয়ে গেলেও তা CS পর্চা অনুযায়ী পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক সরেজমিন অবস্থা বিবেচনায় ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আদালতের আদেশানুযায়ী কালেক্টরের নামে ১ নং খতিয়ানভুক্ত করে হালনাগাদ করবেন। গ] নদী, নদীর তীরভূমি ও ফোরশোর SATA, ১৯৫০ এর ১৪৪ ধারার অধীন জরিপ বিভাগের জরিপে ভুলক্রমে ভিন্ন মালিকানায় ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে রেকর্ডভুক্ত হলে তা অবিলম্বে সিএস পর্চার প্রেক্ষিতে পূর্বাপর মালিকানার রেকর্ড/স্বত্ব-স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পর্চা ও দলিলাদি তুল্য বিবেচনায় সরেজমিন ভূমি আপিল বোর্ডের চেয়ারম্যান কর্তৃক SATA, ১৯৫০ এর ১৪৯[৪] ধারার বিধান অনুযায়ী bonafide mistake গণ্যে সংশোধনের আদেশ দিবেন এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত খতিয়ান সহজেই সংশোধন/শুদ্ধ করে নেয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবেন। এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক-৩১.০০.০০০০.০৪১.৬৭.০৩১.১১.৮৪১ তারিখঃ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সার্কুলারের নির্দেশনা অগ্রগণ্য। এটি করা হলে নদীর সীমানা নির্ধারণ কাজের জটিলতা হ্রাস পাবে ও দ্রুত সমাধান করা সম্ভব হবে।

৩। ক] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের চাহিদার ভিত্তিতে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের রায়ের আদেশ ও নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সিএস ম্যাপ অনুযায়ী বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের সীমানা কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নির্ধারণ করবেন। RS/BS কিংবা চর্চা ম্যাপের ভিত্তিতে নদ-নদীর জমি [চর-জমি] ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে মাঠ জরিপের [১৪৪ ধারার অধীনে] মাধ্যমে যেসব ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে রেকর্ড করে দিয়েছে, তা অবিলম্বে বাতিল করবে এবং নদীর জমির মালিকানা রাষ্ট্রকে/নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। খ] প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কালেক্টর জেলা প্রশাসকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা [Timebound Action Plan] গ্রহণপূর্বক সীমানা নির্ধারণ করবে ও উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে নদীকে অবৈধ দখল ও দখলদারদের কবল থেকে বিলম্ব ব্যতিরেকে উদ্ধার/মুক্ত করতে সহায়তা করবে।

৪। বিআইডব্লিউটিএ কিংবা পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নদীর ফোরশোরে কিংবা যে সমস্ত জায়গা লিজ/সাব লিজ এবং অনাপত্তি পত্র ও লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সেগুলি বাতিল করবেন এবং সে সম্পর্কিত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ নিশ্চিত করবে। সেই প্লাবন ভূমিতে সাথে নদীর ফোরশোরে অবৈধভাবে নির্মিত সকল প্রকার স্থাপনা উচ্ছেদের বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৫। নদীর তীরে বা নদীর জায়গায় দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বা অন্য কোন কর্মসূচিঃ আশ্রয়ণ/আদর্শগ্রাম/গুচ্ছগ্রাম বা এই জাতীয় কোনো প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকলে তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে হবে এবং নদী রক্ষার অগ্রগণ্যতা বিবেচনায় তা নদীর জমি ব্যতিত ভিন্ন কোন খাস জমিতে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। নদীর তীরে স্থাপিত ইটেরভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করবে। যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে তাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তর মামলা দায়ের করবে। প্রয়োজনে প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিল করে দায়ী প্রতিষ্ঠাসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। BEZA Economic Zone করার জন্য নদীর জায়গা ভরাট করছে । নদীর উজানে টাইগার ও ফ্রেশ সিমেন্ট নদী দখল করেছে এবং আনন্দ শীপ ইয়ার্ডও নদীর জায়গায় অবৈধ স্থাপনা করেছে এবং হোলসীম সিমেন্ট কারখানা ও Monem গ্রুপ নদী দখল করে অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করেছে। নদীর জমি দখল করে বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা স্থাপিন হয়েছে। নদীর প্লাবন-ভূমি [Flood plain] বন্ধ করে কোন কারখানা বা অর্থনৈতিক অঞ্চল করা আইনের পরিপন্থী কাজ, যা নদ-নদী, জলাশয়, জলাধারকে ভরাট করে নাব্যতা হরণের মত ভয়ানক অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে/হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি] বিষয়গুলো পরীক্ষা করে অবিলম্বে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং দায়ী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৮। ক] নদী বা নদীর তীরভূমিতে যে-সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান/অবৈধ স্থাপনা স্থাপিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে জেলা প্রশাসকগণ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করবেন। খ] অবৈধ স্থাপনাসমূহ উচ্ছেদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক নদীর তীর ও নদীর জায়গা জনগণ, রাষ্ট্র তথা পাবলিক ট্রাষ্টি হিসেবে বিধি মোতাবেক নিশ্চিতরূপে সংরক্ষণ করবেন। গ] মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনে ২৪ ও ২৫ জুন ২০০৯ তারিখে প্রদত্ত রায়ের নির্দেশনাসমূহ [রায়ের পৃষ্ঠা নং-৪, ৫ ও ৮] নজির হিসেবে গণ্য করে অবিলম্বে কোনরূপ অবহেলা কিংবা বিলম্ব ব্যতিরেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন নিশ্চিতপূর্বক নদীর অভিভাবক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করার নিদের্শনা প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা একাজে নিয়োজিত সকলকে সার্বিক নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

৯। জেলাধীন নদী সংশ্লিষ্ট কোনো প্রকল্প গ্রহণ, নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ, বাঁধ, কালভার্ট, স্লুইসগেট ইত্যাদি তৈরির ক্ষেত্রে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। নদীর প্রস্থের চেয়ে ছোট আকারের কোন ব্রিজ তৈরি করা সঠিক হবে না, যা নদীর নাব্যতা হ্রাসকরণ তরান্বিত করতে পারে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ বিভাগ/মন্ত্রণালয়কে কমিশন কর্তৃক অবহিত করা হয়েছে।

১০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতিমাসে দেশের সকল জেলার সহকারী কমিশনার [ভূমি]-দের নিকট হতে স্ব-স্ব জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে নদী রক্ষা বিষয়ক সরেজমিন প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। এ প্রতিবেদনে নদী, সংশ্লিষ্ট খাল, বিল, জলাশয় ও জলধারের দখল ও উচ্ছেদ/উদ্ধার ও দূষণের অবস্থা বস্তুনিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে হবে।

১১। অবৈধভাবে নদীর জায়গায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মন্দির, মসজিদ, মাদ্রাসা/আশ্রম, মাজার ইত্যাদি যাতে অননুমোদতিভাবে গড়ে উঠতে না পারে সেদিকে সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার [ভূমি]সহ ইউনিয়ন ও উপজেলার সংশ্লিষ্ট ভূমি ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। অবৈধভাবে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা এসব প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর আলোচনা/সমঝোতার মাধ্যমে নদীর জায়গা সংরক্ষণার্থে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট উপজেলা/জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটিকে গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে নিয়মিত তা প্রতিবেদনের মাধ্যমে অবহিত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে টাস্কফোর্সের সিদ্ধান্তও অবিলম্বে বাস্তবায়নে তৎপর হতে হবে।

১২। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসসমূহ ও বিআইডব্লিউটিএ নদী, নদীর পাড় এবং ল্যান্ডিং স্টেশন সংলগ্ন জমির প্রয়োজনীতা ও প্রাপ্যতা এবং তা রক্ষার্থে সম্পত্তির হালনাগাদ তথ্যাদির ভিত্তিতে নদী সংরক্ষণের ও পরিবেশ-প্রতিবেশ উন্নয়নের জন্য ডিজিটাল মৌজা ম্যাপ তৈরি করে দীর্ঘস্থায়ী "Master plan" প্রস্তুত করবে। এ ক্ষেত্রে তারা DG, LR/SPARRSO/CEGIS কিংবা বিশেষায়িত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার মাধ্যমে কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা গ্রহণ করবে।

১৩। সহকারী কমিশনার [ভূমি], সাব-রেজিস্ট্রার অফিসসমূহে সংশ্লিষ্ট এলাকার ইউনিয়ন ভূমি অফিসে অবৈধ দখলদার চিহ্নিত করে নদীর পাড় বা তীরে জমি বেচা-কেনা কিংবা নামজারি যাতে না-করতে পারে তা নিশ্চিত করতে যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এসকল এলাকায় সিএস/আরএস পর্চা সংরক্ষিত রেখে এবং হালনাগাদ পর্চা [RoR] পরীক্ষা করে অবৈধভাবে মালিকানা ও শ্রেণি পরিবর্তন কোনক্রমেই যাতে না করতে পারে তার কার্যকর/ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। সিএস পর্চার ভিত্তিতে নদ-নদীর জমি দিয়ারা

জরিপের মাধ্যমে সীমানা চিহ্নিতপূর্বক স্থায়ী পিলার স্থাপনের বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করবে। স্থায়ী পিলার তৈরি করার জন্য প্রত্যেক জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ বিআইডব্লিউটিএ/পাউবো-কে সরাসরি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন/ ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় অর্থায়ণ করবে।

১৪। SATA 1950 এর ৮৬ ও ৮৭ ধারার বিধানাবলী এবং মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর বাস্তবায়ণার্থে অবৈধভাবে স্থাপিত বিভিন্ন স্থাপনা পুনরুদ্ধার করে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে আলোচনা করে নদীর জায়গা নদীকে ফিরিয়ে দেবার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৫। নদ-নদী রক্ষায় পুলিশ বাহিনী ফোজদারী কার্যবিধি [Cr.P.c 133] ধারায় ও দণ্ডবিধির আওতায় ভূমিকা পালন করতে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। নদী রক্ষার কাজে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা/দপ্তর-কে সংশ্লিষ্ট পুলিশ স্টেশনের আইনকৃঙ্খলা বাহিনী এ লক্ষ্যে মহামান্য হাইকোর্টের রায়ে আদেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা বিধানে আইনকৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর একটি টিম যৌথভাবে কাজ করলে সুফল পাওয়া যাবে। 'নদী রক্ষা পুলিশ' স্বতন্ত্রভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোলডার্স, যারা নদী রক্ষার পরম ও পবিত্র কাজে নিয়োজিত হবেন তাদেরকে চাহিদা মোতাবেক নিরাপত্তা প্রদান করবে।

১৬। বিআইডব্লিউটিএ কিংবা জেলা প্রশাসন ও কালেক্টর/ পাউবো কর্তৃক অবৈধ নদীর জায়গায় গড়ে উঠা বাগানবাড়ি/শিল্প কারখানা/অন্যান্য অবৈধ স্থাপনা অপসারণপূর্বক নদীর জায়গা সংরক্ষণার্থে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধিক্ষেত্রাধীন পুলিশ বিভাগ সার্বিক নিরাপত্তা বিধান/আইনকৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবে, যা মহামান্য হাইকোর্টের রায়েও সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

১৭। পাউবো কর্তৃক ঢাকার তুরাগ নদীর তীরবর্তী ভূমিসহ অধিগ্রহণকৃত অনেক জমি অব্যবহৃত রয়েছে, যথাযথ ব্যবহার না করার ফলে সেসব জমি বে-দখল হয়ে যাচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের অব্যবহৃত অতিরিক্ত জমি প্রয়োজনে জেলা প্রশাসক/কালেক্টর কর্তৃক রিজিউম করা যেতে পারে। যেসব অবৈধ স্থাপনা গড়ে উঠেছে তা অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। এছাড়াও কৃষি জমির টপ সয়েল বিক্রিও বন্ধ করতে হবে।

১৮। উন্নয়নের নামে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর কিংবা জলাশয় ভরাট করা যাবে না। যদি কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কোন প্রকল্প গ্রহণ করে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয় ভরাট করে, তার বিরুদ্ধে প্রশাসন/ম্যাজিস্ট্রেট/ভ্রাম্যমান আদালত/পুলিশ বিভাগ কর্তৃক আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

১৯। Pathway/Pavement তৈরিপূর্বক নদী সংরক্ষণার্থে/তীর স্থিতিকরণার্থে নদীর তীরভূমির পাশে অতিরিক্ত জমি প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির নিয়মিত সভায় আলোচনাক্রমে/গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ আইন অনুযায়ী নদী রক্ষণার্থে ও জনস্বার্থে অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে। তবে এক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সমীক্ষা করে উপযুক্ত পরিকল্পনার মাধ্যমেই কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২০। নদীর উপর অপরিকল্পিতভাবে ব্রিজ নির্মাণ করা যাবে না মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। সমন্বিত সমীক্ষা [Integrated hydro-morphological Study] করে ব্রিজ নির্মাণ করতে হবে, যাতে ব্রিজ নির্মান নদীর নাব্যতা হ্রাসের কারণ হয়ে না-দাঁড়ায় এবং ব্রিজের স্বল্প দৈর্ঘ্যহেতু নদীর দু'পাড়ের ভরাট হওয়া কিংবা চর পড়ে যাওয়া বা নদী দখলের কারণ সৃষ্টি না হয়।

২১। ময়মনসিংহ জেলা শহরের গাঁঘেষা ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রিজের পূর্ব পার্শ্বে নদী ভরাট করে বাসটার্মিনাল করা হচ্ছে। নদীর বুকে বা নদীর জমিতে স্থাপিত অবৈধ বাস টার্মিনাল অন্যত্র স্থানান্তরের কার্যকর বাস্তবায়ন জেলা নদী রক্ষা কমিটি নিশ্চিত করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করার জন্য বলা হয়েছে।

২২। ত্রিশাল উপজেলা পরিষদের পূর্ব পার্শ্বে ত্রিশাল থানার উত্তরে ব্রিজের পশ্চিম পার্শ্বে নদীর উপর অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাজারের অবৈধ দোকানপাট/স্থাপনা করা হয়েছে। নির্মানাধীন দু'টি ভবনই অবৈধ। এছাড়াও নদীর তীর ও অভ্যন্তরে ভরাট করে অনেকগুলি দোকানপাট/ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান/বসতি অবৈধভাবে নদীকে ধ্বংস করে গড়ে ওঠেছে। এসব অবৈধ স্থাপনা যাদের হউক না কেন তারা যত বড় শক্তিশালী হউক না কেন তা এক মাসের মধ্যে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি অপসারণ/উচ্ছেদপূর্বক জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে Compliance Report প্রদান করবে। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ রিট পিটিশনের রায়ের

বাস্তবায়ন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২৩। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে নদী তীরবর্তী অবৈধ স্থাপনা, কারখানা, মার্কেট, বসতবাড়ি, উচ্ছেদ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য জেলা প্রশাসক/বিআইডব্লিউটিএকে বার বার তাগিদ দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। পর্যাপ্ত অর্থায়নের ব্যবস্থা গ্রহণার্থে ভূমি মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

২৪। বড়াল নদীর উপর হারুয়া গ্রাম এলাকায় বিভিন্ন স্থানে মাটির বাধঁ ও কার্লভার্ট স্থাপন করে নদীকে প্রায় বন্ধ করে প্রায় দয়া হয়েছে। যে সকল বাড়ির নিকটে নিজস্ব প্রয়োজনে যারা মাটির বাধঁ/সাকোঁ,কালভার্ট স্থাপন করেছে, জরুরি ভিত্তিতে তাদের নিজ খরচে মাটির বাধঁ অপসারণ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা নদী রক্ষা কমিটি নিশ্চিত করবে। নৌ-চলাচল ব্যবস্থাকে বাধাহীন ও নিরাপদ করার লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে/সাহায্যে কচুরিপানা/আবর্জনা অপসারণের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২৫। নদীর জায়গা দখলও হচ্ছে, দ্রুত নদীর সীমানা চিহ্নিত করে সীমানা পিলার স্থাপন করতে হবে এবং অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও উচ্ছেদে আইনের সাহসী প্রয়োগ নিশ্চিত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক/কালেক্টর এবং সংস্থাকে।

২৬। নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলায় আটঘরিয়ায় নদীর মধ্যে এক ভেন্টের একটি স্লুইসগেট স্থাপিত রয়েছে। স্লুইসগেট গেটটির প্রয়োজনীয়তা/অপরিহার্যতা গভীর সমীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণপূর্বক সংস্কার কিংবা অপরসারণ বা খুলে দেয়ার কার্যকর ব্যবস্থা পানি উন্নয়ন বোর্ড নিশ্চিত করবে।

২৭। তিস্তা ব্যারেজের উজানে ফ্লাড বাইপাসের [Lead Channel এবং ডাউনে Tail Channel হিসেবে অধিগ্রহণকৃত জমি] জমি দখলমুক্ত করার কাজ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসক যৌথভাবে সম্পাদন করবে। পাউবো জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে/সাহায্যে সভায় পর্যাপ্ত আলোচনা-পর্যালোচনা করে এক্ষত্রে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করবে।

২৮। কোন কোন জেলায় নদ-নদীর সিএস রেকর্ড না থাকায় সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যাচ্ছে না; যার ফলে নদী পুন:খননের উদ্দেশ্যে সঠিকভাবে ডিজাইন করা যাচ্ছে না। সঠিকভাবে সীমানা নির্ধারণ করতে না পারার কারণে অবৈধ দখলদারদের সঠিকভাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না এবং অবৈধ দখলদারের সংখ্যা কাম্য পর্যায়ে হ্রাস করা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে জেলার কালেক্টর বাহাদুর ও তার অধীনস্ত ভূমি ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা ও গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে।

২৯। অবৈধ দখলদার উচ্ছেদের জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দের চাহিদা প্রেরণ করা হলেও প্রয়োজনানুযায়ী যথাসময়ে বরাদ্দ পাওয়া যায় না। ফলে জেলা/উপজেলা প্রশাসন/নদী রক্ষা কমিটি উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে পারেনি। এক্ষেত্রে চাহিদা মোতাবেক অর্থ বরাদ্দ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের মাধ্যমে প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

৩০। ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয় সীমান্ত নদীসমূহের নিয়মিত জরিপ করবে [আধুনিক সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহারপূর্বক] এবং জরিপ বিবরণী জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও দপ্তরসমূহকে অবহিত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৩১। নদীতে অপরিকল্পিত যে কোন স্থাপনা/কালভার্ট/পাইপ কালভার্ট/লো হাইট ব্রিজ/স্লুইসগেট/পোল্ডার/ইত্যাদি তৈরি করে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ যাতে না করা হয়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ এবং বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং বিভাগীয়/দপ্তর/অফিসকে পরামর্শ/নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

নদ-নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ {ধারা ১২ [ঘ]}:

৩২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যুগোপযোগী নদীদর্শন: 'মানবদেহের রক্ত সঞ্চালন জালিকা বাধাগ্রস্ত হলে যেমন মানবদেহ বিপন্ন হয়, তেমনি এদেশের নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর জলাশয়, জলাধার অবৈধ দখল হলে দেশের বিপর্যয় ঘটায়।' প্রতিটি সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি/নাগরিক-কে এই দর্শন মেনেই কোন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর কিংবা জলাধার, জলাশয় ভরাটকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩৩। নদীতে নির্বিচারে ময়লা/আবর্জনা ডাম্পিং করা হয়েছে/হচ্ছে। নগরবাসীর স্বাস্থ্য, অবাধ নৌপথ চলাচলের কথা সুবিবেচনা করে জরুরি ভিত্তিতে নদীতে ডাম্পিং বন্ধ করতে সবাইকে এগিয়ে আসার আহবান জানানো হয়েছে। বাসাবাড়ির পয়:প্রনালী, মনুষ্য

বর্জ্য নিঃসরণও বন্ধ করতে হবে। তবে পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অবিলম্বে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানঃ সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা ও উপজেলা পরিষদ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে জনগণের কাছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিকল্প উন্নত প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনা 3R: Reduce, Reuse and Recycle অবিলম্বে তুলে ধরতে হবে/স্থাপন করতে হবে।

৩৪। নদীতে ময়লা-আবর্জনা ডাম্পিংকারীদের বিরুদ্ধে পরিবেশ আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী কার্যকর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র জরিমানা করলেই চলবে না। আইনের উপযুক্ত ও যুৎসই প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান-প্রধানসহ দায়ীদের বিরুদ্ধে দণ্ড আরোপের ব্যবস্থা বিবেচনা করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষের কোনরূপ অবহেলা কিংবা শিথিলতা নদী ও নদী সম্পদ, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। তা থেকে দেশ ও জাতিকে বাঁচাতে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, মালিক-শ্রমিকদের উদ্বুদ্ধকরণ/জনসচেতনতা বৃদ্ধিরকরণ কর্মসূচি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

৩৫। পৌরসভা ও উপজেলার হাট-বাজার, হাসপাতাল-ক্লিনিকসহ যাবতীয় বর্জ্য সরাসরি নদী-নালায় ফেলা অবিলম্বে বন্ধের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে পরিবেশ/, বন ও জলবায়ু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানঃ সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/জেলা ও উপজেলা/ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভাগ/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। নদীর পানি দূষণ বন্ধসহ পরিশোধনে যুৎসই কৌশল/লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। 3R: Reduce, Reuse and Recycle পদ্ধতি আমদানী এবং দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রিন্ট ও প্রচার মিডিয়ার মাধ্যমে গ্রহণের জোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৩৬। [ক] সাভারের হরিনধরায় স্থানান্তরিত চামড়া শিল্প কারখানাসমূহের CETP সার্বক্ষণিক কার্যকর রাখার আধুনিক ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। [খ] কোন ক্রমেই বর্জ্যসহ ময়লা পানি সরাসরি ধলেশ্বরী নদীতে অবমুক্ত করা যাবে না। CETP [Control Effluent Treatment plant], Common Chromiam Reduce Unit [CCRU], Solid Water Dumping Yard Laboratory ২৪ ঘন্টাই সক্রিয় রাখতে হবে। Sewage Treatment Plant [STP] ও Sludge Power Generation System [SPGS] সক্রিয় রাখতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৩৭। উপর্যুক্তরূপে পরিশোধন ব্যতিরেকে তরল বর্জ্য কোনক্রমেই নদীতে ফেলা যাবে না। ETP/CETP জেনারেটরগুলো যথাযথভাবে পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না বলে সরেজমিনে দেখা যায়। অপরিশোধিত বর্জ্য Surface Drains দ্বারা Overflow এর কারণে অতিমাত্রায় ধলেশ্বরী নদীর গর্ভে সরাসরি পড়ছে এবং পানি ও পরিবেশ দূষিত করছে, অবিলম্বে তা বন্ধ করার জন্য কর্তৃপক্ষ/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর-অধিদপ্তরকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিল্প/পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বিভাগ ও দপ্তর সমূহের সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ অত্যাবশ্যক।

৩৮। জেলা এবং উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যদের মাসে অন্তত: ১ বার নদীগুলি পরিদর্শন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। একইসঙ্গে কমিটিতে চিহ্নিত সমস্যাদি আলোচনাপূর্বক দখল ও দূষণমুক্ত করণের কার্যকর আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জোর তাগিদ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

৩৯। ব্রিজের পার্শ্বে প্লাস্টিক আবর্জনা ও ইলেকট্রিক বর্জ্য ফেলে নদী ভরাট করা হয়েছে। প্লাস্টিক ডাম্পিং বন্ধ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরিবেশ আইনে মামলা দায়ের করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তর সেই সংশ্লিষ্ট কৃর্তপক্ষ, স্থানীয়সরকার সংস্থা-সিটি কর্পোরেশন পৌরসভা/জেলা ও উপজেলা পরিষদ-কে এক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৪০। ইপিজেড এর তরল বর্জ্য অপরিশোধিত অবস্থায় বংশী নদীতে নিষ্কাশন করা হচ্ছে বলে পরিদর্শনে দেখা যায়। ইপিজেড, সাভার এর তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য অপরিশোধিতরূপে নিঃসরন/নিঃসরনের কারণে বংশী নদী ভয়াবহরূপে দূষিত হয়ে চলছে। ইপিজেড এর তরল বর্জ্য সম্পূর্নরূপে পরিশোধন করে নদীতে নিক্ষেপ/নিঃসরণ করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৪১। জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভাগুলিতে নদীর পানি ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে ব্যক্তিবর্গ গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করে নদ-নদীর আশু উদ্ধারের জোর দাবি তুলে ধরেন। কলকারখানাসহ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও হাট-বাজারসহ গৃহস্থালির বর্জাদি সরাসরি নদীতে নির্বিচারে নিক্ষেপিত হবার ফলে নদীর নাব্যতা, নৌ-চলাচলসহ সার্বিক পরিবেশ রক্ষা করার আশু প্রতিকার দাবি করেন। সিটি কর্পোরেশন/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে এক্ষেত্রে কার্যকর পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া হয়েছে।

৪২। কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক এক্ষেত্রে কোন কার্যকর পদক্ষেপ/ভূমিকা এযাবৎ গৃহীত হয়নি বলে স্থানীয় জনগণ প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং তা প্রতিকারে কার্যকর পরিকল্পনা ও যুৎসই কার্যক্রম দাবি করেন। কুমিল্লা সিটির ড্রেনগুলিও ভরাট হয়ে, বিশেষ করে, বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে চলেছে বলে বক্তাগণ উল্লেখ করেন এবং তা থেকে আশু পরিত্রাণ প্রত্যাশা করেছেন। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৪৩। ক] কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন শহরের ড্রেন/নালায় বর্জ্য যত্রতত্র যাতে ফেলতে না পারে, সেজন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটি বিষয়টি সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার কর্মসূচি গ্রহণ করবে। খ] Print ও Electronic Media জনস্বার্থে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সকল কার্যক্রম প্রচার করবে। গ] পুলিশ বিভাগ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। ঘ] প্রতিটি শিল্প কারখানায় ETP স্থাপন ও তা সার্বক্ষণিকভাবে চালু রেখে নদীর পানি দূষণমুক্ত রাখার ব্যবস্থা জেলা নদী রক্ষা কমিটি/পরিবেশ অধিদপ্তর/সিটি কর্পোরেশনের যথাযথ উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে।

৪৪। ক] দেশের নদীতীরে স্থাপিত ইটের ভাটাসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধপত্র দেয়া হয়েছে। খ] যে সমস্ত ইটের ভাটা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ নদীতীরে গড়ে উঠেছে এবং পরিবেশ দূষণ করছে সেসব প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীগণের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরকে মামলা দায়েরের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। গ] প্রয়োজনে, প্রদত্ত লাইসেন্স অবিলম্বে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে বাতিলকরতঃ দায়ী প্রতিষ্ঠাসমূহ বন্ধ ও সিলগালা করে দিতে হবে অথবা স্থানান্তর [Relocation] করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৪৫। হালদা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত খন্দকিয়া খাল হয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সমুদয় ময়লা ও বর্জ্য পানি হালদা নদীতে পড়ছে। খালের ময়লা পানি দ্বারা হালদা নদীর পানি অবর্ননীয়ভাবে দূষিত হচ্ছে। খালের ভাটিতে পানির অক্সিজেন এর পরিমাণ ১.০০ এর নীচে। অপরিশোধিত অবস্থায় পানি নিঃসরণ করা যাবে না। জরুরি ভিত্তিতে CETP/STEP/ETP চালু করতে হবে। দূষণকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পরিবেশ অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ/সংস্থার কর্তৃপক্ষকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পরামর্শ দেয়া হয়েছে। দৈনিক/আঞ্চলিক পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও এক্ষেত্রে মালিক শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি/প্রচেষ্টা এ কমিশন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

৪৬। দেশের সর্বত্র/নদী বন্দর থেকে দূষিত তেল নির্গমনকারী নৌযান অপসারণ করা এবং বন্দর ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। কোনক্রমেই কোন ধরনের বর্জ্যই [তরল কিংবা কঠিন], নদী, খাল-বিল কিংবা জলাশয়ে নিঃসরণ/নিক্ষেপ/ফেলা যাবে না। পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং জেলা পরিষদ/ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সমন্বয়পূর্বক এ বিষয়ে অবিলম্বে জনসচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং নদী, খাল-বিল বর্জ্য নিঃসরণ/ নিক্ষেপ /নিষ্কাশন কার্যকররূপে বন্ধ করবে। তারা উপর্যুক্তরূপে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নত 3R: Reduce, Reuse and Recycle প্রযুক্তি আমদানী করবে এবং স্থানীয় লাগসই, পরিবেশ-উপযোগী প্রযুক্তি উদ্ভাবনে পর্যাপ্ত গবেষণা/সমীক্ষা করবে।

৪৭। পার্বত্য এলাকায় নদীর মধ্যে জমি নদীর তীর ও পাড়ে তামাক চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। বিকল্প চাষাবাদে চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে; প্রয়োজনে তাদেরকে স্বল্প/বিনাসুদে ঋন [Soft Loan] কর্তৃপক্ষকে প্রদান করার পরামর্শ এ কমিশন কর্তৃক দেয়া হয়েছে ।

৪৮। সিলেট জেলাধীন জাফলং এর জীববৈচিত্র্য/পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ ও পর্যটন ঐশ্বর্য্যের অপার সম্ভাবনা পুনরুদ্ধারে কালবিলম্ব না করে, বাস্তবতার নিরিখে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক উদ্যোগ/প্রস্তাব/প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পর্যটন কর্পোরেশনসহ সিলেট বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৪৯। [ক] অবৈধভাবে ব্যবহৃত স্টোন-ক্রাশার মেশিন অনতিবিলম্বে সমূলে বন্ধ/ধ্বংস করতে সিলেট ও সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ও নদী রক্ষা কমিটিকে কার্যকরভাবে আইনের প্রয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়ছে। [খ] আইন প্রয়োগের মাধ্যমে এসব মেশিন জব্দ করে ধ্বংস করতে হবে এবং অবৈধ ব্যবসায়ী চক্রকে ফৌজদারী আইনে/পরিবেশ আইনের আওতায় বিচারে সোপর্দ করতে হবে; [গ] সংশ্লিষ্ট আইনের ন্যায়ানুগ প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ/জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ অতীব জরুরি ভিত্তিতে নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগীয়/জেলা-উপজেলা প্রশাসনসহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে বিশেষভাবে সভা করে ও পত্র লিখে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৫০। ক] স্টোন-ক্রাশার কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অন্যত্র স্থানান্তর করার ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ গ্রহণ করবে। এটি যত দ্রুত করা যাবে তত দ্রুতই জাতীয় এ সম্পদঃ নদী, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও প্রতিবেশকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। খ] এ কাজে জোরালোভাবে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। গ] সর্বোপরি, রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্পৃক্ততা/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সিলেট বিভাগ ও জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সহযোগীতায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা আয়োজনের কার্যকর উদ্যোগ নিশ্চিত করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। এ জাতীয় সম্পদের অবৈধ দখলকারী/ধ্বংশকারী যে সংগঠন/সংস্থা/গোষ্ঠীকে অবিলম্বে চিহ্নিত করে নির্ভয়ে ন্যায়পরায়নতার সঙ্গে প্রযোজ্য আইনের প্রয়োগ রাষ্ট্র/জাতীয় স্বার্থেই সরকার/প্রশাসনসহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে নিশ্চিত করার জোর পরামর্শ/তাগিদ প্রদান করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৫১। ক] কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে প্রায় ৮০% জমিতে তামাকের চাষ হয়। তামাক চাষের কারণে এই উপজেলার অধিকাংশ শিশু প্রতিবন্ধিতা ও অটিজমের শিকার। তামাক চাষ ঐ এলাকার পরিবেশ ও জলাশয়কেও ক্ষতিগ্রস্ত করে চলেছে। মানব স্বাস্থ্য, বিশেষ করে, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, ভূগর্ভস্থ পানির ওপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ মোকাবেলায় তামাকের বিকল্প শস্য উদ্ভাবন ও আবাদ করার অভ্যাস ক্রমান্বয়ে গড়ে তুলতে সরকারি/স্থানীয় প্রশাসসনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে। খ] এ বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, জেলা/উপজেলা স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রশাসন এবং নদী রক্ষা কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। গ] তামাক চাষে প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদানকারী কোম্পানিকে এ ঝুঁকিপূর্ণ পেশা/আবাদ বন্ধে আদেশ জারি করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মানব সম্পদ ও সমাজের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী এ ধরনের চাষাবাদে প্রনোদনা কোন কল্যান বয়ে আনতে পারে না। সংশ্লিষ্ট সকলকে এ গভীর সত্য উপলব্ধির জন্য বিনীত আহবান জানানো হয়। প্রয়োজনে কৃষিবিভাগকে সরকারের মাধ্যমে চাষীদেরকে ভর্তুকির ব্যবস্থা করিয়ে পরিবেশবান্ধব স্বাস্থ্যসম্মত চাষাবাদে উৎসাহ যোগাতে হবে।

৫২। [ক] অনুমোদনবিহীন বালু চর হতে বালু উত্তোলন করা বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর পরিপন্থী। কোন প্রকল্পের জন্যও নদী কিংবা জলাশয়ের ভাঙন তরান্বিত করে/পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বালু উত্তোলন করা যাবে না; এমন কি, তা যদি সরকারি বা অন্যান্য সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের কিংবা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যও আবশ্যক হয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যতই শক্তিশালী হোক না কেন, নদী পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্রের বিনাশ ঘটিয়ে কোনো প্রকল্পের, প্রতিষ্ঠানের কিংবা ব্যক্তির জন্য বালু উত্তোলন করা যাবে না। আইন লংঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার বিরুদ্ধে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন-২০১০ এর কার্যকর ৫ ধারা অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করবেন জেলা প্রশাসক। [খ] নদী ও নদীর সম্পদ পরিবেশ ও প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস করে যাতে বালু, পাথর, মাটি উত্তোলন করতে না পারে সেজন্য সার্বক্ষণিকভাবে পুলিশ-আনসার-বিজিবি-এপিবিএন যৌথবাহিনির মাধ্যমে পাহারা নিশ্চত করতে জেলা প্রশাসন সংশ্লিষ্ট বিভাগ/কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে পরামর্শ/নিদের্শনা প্রদান করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। গ] এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইনের ধারানুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের [ভূমি/নৌ-পরিবহণ/পরিবেশ ও বন/পানি সম্পদ/জ্বালানী ও খনিজ] প্রতিনিধি এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সদস্যদের নিয়ে বিশেষভাবে যৌথ পর্যালোচনা সভা/কর্মশালার আয়োজন এ কমিশন গ্রহণ করে কার্যকর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছে, যা বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে পরামর্শ ও টেলিফোনের মাধ্যমে তাগিদ অব্যহত রেখেছে।

নদ-নদীর নাব্যতাবৃদ্ধি ও উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন [ধারা ঙ, ছ, জ, ঝ, ড]ঃ

৫৩। ক] কৃষিসেচ, মৎস্য ও পানি সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে নদ-নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি/নাব্যতা আনায়ন ও এর টেকসই ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ণার্থে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ঃ নৌপরিহন/পানি সম্পদ ও বিভাগ/অধিদপ্তর সংস্থাগুলিকে ড্রেজিং/খনন কার্য পরিচালনায় বিশেষ পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তাদের নিয়ে ফোকাল পয়েন্ট সভা করে নদ-নদীর উন্নয়নে উপযুক্ত কার্যক্রম, প্রকল্প কর্মসূচি, সমীক্ষা ও গবেষণা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। খ] নদী পথে লঞ্চ চলাচলের অসুবিধা দূরীকরণার্থে বিশেষ করে শুষ্কমৌসুমে খাল খনন করা হলেও তা বস্তুতঃ কার্যতঃ নাব্যতা আনয়নেও কাজ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নদী ও খালের সংযোগস্থলে খালের উৎসমুখে যেখান থেকে খাল পানি প্রবাহ পায়, সেই নদীতে পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য খনন অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত। খাল খননে প্রকল্প গ্রহণার্থে সংযুক্ত নদীর ড্রেজিং/খনন/ এর অবস্থা ও ব্যবস্থা সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি করে এবং সভায় আলোচনা-পর্যালোলোচনাপূর্বক কার্যকর ও উত্তম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পরামর্শ/নির্দেশ না দেয়া হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ-কে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রাক-পরিকল্পনার সাহায্যে মাটিসহ উত্তোলিত পদার্থ উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে নেয়ার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে, যাতে করে খালের নাব্যতা বৃদ্ধি ও অব্যাহত পানি প্রবাহ নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হবার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৫৪। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নদীর সঙ্গে সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে এসব প্রকল্পের তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। ড্রেজকৃত পলি/মাটি নিরাপদ স্থানে/ দূরত্বে সরিয়ে

নেওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে, বর্ষা ও শুষ্ক উভয় মৌসুমেই পানি ধারন ও প্রবাহের আধার হিসেবে খালগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। খাল খননের ক্ষেত্রে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ও দায়িত্বরত দপ্তর/কর্তৃপক্ষ/বোর্ডকে সেই পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সংশ্লিষ্ট দপ্তর পাউবো/বিআইডব্লিউটিএ/সেচ বিভাগের সমন্বয়ে জেলার অভ্যন্তরীন নদ-নদী, খালবিল, জলাধার খনন ও ড্রেজিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন, পরিবর্তন ও পরিবীক্ষণ ও তদারকি করে সভায় আলোচনা-পর্যালোচনাপূর্বক কার্যকর ও উত্তম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পরামর্শ ও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৫৫। ভূগর্ভস্থ পানির চাপ কমানোর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণপূর্বক নদ-নদী, খাল-বিল ও পুকুর পরিকল্পনা মোতাবেক খনন করতে হবে। খাল খননে কর্মসংস্থান সৃষ্টির স্বার্থে স্থানীয় জনসাধারণের সম্পৃক্ততার বিষয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতেবিবেচনা করতে হবে। সংযোগ খালগুলি উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ড্রেজিং/খনন কার্যক্রম প্রকল্পের তদারকি জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে স্কুল/কলেজ/মসজিদ/মন্দিরসহ অন্যান্য জায়গায় উন্নয়নের জন্য খননকৃত মাটি ব্যবহার বিক্রি করা যেতে পারে। মাটি/বালু/পাথর যাবতীয় পদার্থের স্তুপ স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত সুনির্দিষ্ট করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন অনুরোধ করেছে। এসব জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সুসম্পন্ন করতে হবে। তবে বিক্রয়কৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

৫৬। বরিশাল-গোপালগঞ্জের উজিপুর-গৌরনদী উপজেলাধীন সাতলা-বাগধা প্রকল্প/পোল্ডারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত এপ্রোচ খালগুলিতে বিদ্যমান অবৈধ দখল উচ্ছেদ করে অবিলম্বে ড্রেজিং/খনন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে এবং জেলা নদী রক্ষা কমিটির সমন্বয়ের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদকে যৌথ প্রকল্প গ্রহণে ও বাস্তবায়নে তৎপর হতে পরামর্শ দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৫৭। হাওর অঞ্চলে বর্ষাকালে বা বৃষ্টির সময় ধান বা অন্যান্য শস্য মাড়াই করার কোন সুযোগ নেই। গ্রামে গ্রামে কমিউনিটিভিত্তিক "কৃষি আঙ্গিনা" তৈরি করা প্রয়োজন। এতে করে কৃষকেরা সহজে ফসল মাড়াই করতে পারবে। উপজেলা পরিষদকে এক্ষেত্রে পরিকল্পনা ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৫৮। নেত্রকোণা জেলাধীন দুর্গাপুর উপজেলার সোমেশ্বরী নদীর ভাঙন, ভরাট, দখল ও দূষণ চলমান। জরুরি ভিত্তিতে নদীর সীমানা নির্ধারণ করে নদী শাসন ও উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে। নদীর প্রশস্ততা নিয়ন্ত্রণে রেখে নদীর গভীরতা ও প্রবাহ বাড়াতে হবে। নদীর প্রশস্ততা এবং বর্ষা ও বৃষ্টির পানি ধরে রাখা/সংরক্ষণ করার উপযোগী কাম্য নাব্যতার [প্রশস্ততা:নাব্যতা] উপযুক্ত ও প্রকৃত অনুপাত নির্ধারণপূর্বক এ নদী শাসন ও খননসহ পানি সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশে এ সোমেশ্বরী নদীর প্রবেশ মুখ হতে কংশ নদী পর্যন্ত অর্থাৎ পতিত মুখ পর্যন্ত খনন করা আবশ্যক। পানি উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা প্রশাসন-কে এ ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৫৯। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও বিশ্লেষনে দেখা গেছে যে, বাংলাদশে নদ-নদীর নাব্যতা ক্রমহ্রাসমান। শুষ্ক মৌসুমে খাল-বিল শুকিয়ে যায়; নৌচলাচল ও ক্রমহ্রাসমান। ড্রেজিংয়ের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ মাত্র। প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা, দ্বৈততা, স্বচ্ছতা, বিদ্যমাণ মধ্যস্থতা ও জবাবদিহিতার অনুপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এনিয়ে ভূক্তভোগী নদী পাড়ের অধিবাসী, সুশীল সমাজ, পরিবেশবাদী, জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় সাধারণ মানুষের হাজারো অভিযোগের ব্যাখ্যা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এসব ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৬০। নদীভিত্তিক কোন প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে যাতে দ্বৈততা পরিহার করা যায় এবং নদীর প্রাকৃতিক ও প্রকৃত অবস্থার পরিবর্তন না করা এবং প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষেত্রে নদী কমিশনের মতামত গ্রহণের শর্ত আরোপ করার জন্য পরিকল্পনা কমিশন-কে অনুরোধ করা হয়েছে, যা কার্যকর করা অত্যাবশ্যক। নদী উন্নয়নার্থে, নাব্যতা বৃদ্ধি করণার্থে গৃহীত ড্রেজিং/খনন প্রকল্প/কর্মসুচির বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সুনির্দিষ্ট মতামতের আবশ্যকীয় শর্ত আরোপ করা অপরিহায্য। এক্ষেত্রে আইনি বাধ্যবাধকতা ও জবাবদিহিতা আনায়ন নদী রক্ষার বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থই জরুরি।

৬১। নদীর খননকৃত মাটি কোথায় কিভাবে ব্যবস্থাপনা/স্থানান্তরিত করা হবে তা পূর্বেই ভূমি মন্ত্রণালয়/জেলা প্রশাসন, জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে নির্ধারণ করে নেয়ার জন্য জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক বিআইডব্লিউটিএ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা অন্যান্য সংস্থাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৬২। [ক] দু'পাড়ে নির্মিত বাঁধের কারণে শুষ্ক মৌসুমে গোমতীর নাব্যহীন হয়ে যায়। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড অবিলম্বে নাব্যতা ফিরিয়ে আনাসহ টেকসই প্রবাহকে সব মৌসুমে অব্যাহত রাখার স্বার্থে Feasibility Study রিপোর্ট তৈরি করবে। সীমান্তের ওপার উজান থেকে নেমে-আসা পানির Flash Flood নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বাঁধ দেয়া হলেও তা সম্পূর্ণরূপে উজানের প্রবাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। বাঁধ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে উজান থেকে পানি প্রবাহ বন্ধ করা অবিবেচনাপ্রসূত প্রায়োগিক সিদ্ধান্তের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। [খ] সীমান্তের অপরদিক থেকে পানি প্রবাহ এবং সৃষ্ট আকস্মিক প্লাবন বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে সম্পূর্নরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও, ফলশ্রুতিতে, সময়ের ব্যস্তপরিসরে কুমিল্লার গোমতী নদীটি সংকুচিত হয়ে তার নাব্যতা হারিয়েছে। অবিলম্বে হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষার মাধ্যমে নদীটিকে ড্রেজিং/খনন করে উজানের পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রিতরূপে প্রবাহের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণার্থে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পাউবো ও জেলা প্রশাসককে পরামর্শ দিয়েছে। [গ] গোমতী নদীর দু'তীরের এবং বাঁধের দু'ধারের অভ্যন্তরের জমির বিভিন্ন স্থান থেকে অপরিকল্পিতভাবে ইচ্ছেমত অসংখ্য ট্রাকে মাটি তুলে নিয়ে যাওয়া এবং বালু সংগ্রহের অবৈধ মহড়া পরিদর্শনকালে প্রত্যক্ষ করা গেছে। বাঁধের ক্ষতিসাধান করা ও বাঁধের জমি অবৈধভাবে দখল করার ঘটনা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের নজরে আসে। এসব অপসারণের/বন্ধের জন্য আইনের কার্যকর ও সাহসী প্রয়োগের জন্য পাউবো ও জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৬৩। জেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে নদ-নদীর সংযোগ খালগুলি উন্নয়নে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী খনন/ড্রেজিং প্রকল্প গ্রহণ করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক পাউবো/জেলা প্রশাসন/সিটি কর্পোরেশনকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৬৪। ক] সুনামগঞ্জের তাহেরপুর উপজেলাধীন মাটিয়ান ও টাঙ্গুয়ার হাওরের মধ্যে বসবাসরত মানুষের স্থলপথে যোগাযোগের কোন রাস্তা নেই। প্রকৃতি নির্ভর [nature-based] সমাধান পদ্ধতি সুবিবেচনায় রেখেই অত্যবশ্যকীয় কতিপয় ক্ষেত্রে বাঁধ টেকসই করার স্বার্থে ও জনগণের যোগাযোগ সহজ ও সুলভ করার জন্যে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পরামর্শ দিয়েছে। বর্তমানে নির্মিত কয়েকটি বাঁধ টেকসই করণার্থে পাকা করার বিষয় পরীক্ষান্তে কার্যকর উদ্যোগ/পরিকল্পনা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। বাঁধ টেকসই/পাকা করা হলে জনগণের চলাচলসহ শস্যাদি বহন করা সহজ হবে। খ] এছাড়াও হাওরে বিদ্যমান নদী ও খাল এবং সংযোগ খালগুলো খনন করা আবশ্যক। নদী ও সংযোগ খালে নাব্যতা থাকলে কৃষকরা নৌকাযোগে ধান ও অন্যান্য শস্যাদি বাড়িতে আনা-নেয়া সহজেই করতে পারবে। এ লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি ও পানি ব্যবস্থাপনা কমিটিকে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পরামর্শ দিয়েছে।

৬৫। মহাপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট হাওর উন্নয়ন/নদীনালা খনন কার্যক্রম নিবিড় ও নিশ্চিতভাবে সমন্বয় করতে হবে। এ কাজ সমন্বয়ের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে বিভাগীয়/ জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে নিয়মিত পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ কার্যকরভাবে নিশ্চিত করতে এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে।

৬৬। [ক] সারী নদী এবং এর উপনদী-বড়গাং ও কাটাগাং-এর স্বাভাবিক নাব্যতা পুনরুদ্ধার করতে নদী খনন/ড্রেজিং এবং বৃক্ষ রোপন/পর্যটন ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ হিসেবে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি প্রকল্প [মাস্টার প্লানের অধীন] বাস্তবায়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। [খ] এ এলাকার মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মৎস্য ও কৃষি উৎপাদন, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষনের স্বার্থে সমীক্ষার মাধ্যমে সমস্যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করার কার্যকর ও বাস্তবমুখী ব্যবস্থা হাওড় উন্নয়ন বোর্ড/বিভাগীয় ও জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। [গ] স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও পরিবেশ সংগঠনগুলির প্রতিনিধিসহ ভুক্তভোগী-সুবিধাভোগী জনগণের মতামতও যাচাই-বাছাই করার সুযোগ রাখতে হবে। স্থানীয়ভাবে মতবিনিময় সভা/গণশুনানী এবং কর্মশালা ও উন্মুক্ত আলোচনা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

৬৭। সিলেটের গোয়াইন ঘাট উপজেলাস্থ ডাউকি ও পিয়াইন নদীর গর্ভ থেকে নদী ও নদীর নাব্যতা ধ্বংস করে ও জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধনপূর্বক অবৈধভাবে পাথর ও বালু উত্তোলন সংশ্লিষ্ট আইনের কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। বিভাগীয় ও জেলা নদী রক্ষা কমিটি এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

৬৮। কোনোক্রমেই ড্রেজকৃত পলি/মাটি নদ-নদী কিংবা খালের মধ্যে কিংবা খননস্থলে দায়িত্বহীনভাবে ও নদীর ঢালে/উত্তরে যেনতেনভাবে অপরিকল্পিতরূপে দায়সারাভাবে ফেলে রাখা যাবে না। খনন কার্যের জন্য গৃহীত প্রকল্পের মধ্যেই এ ব্যবস্থা/পদ্ধতি [স্থানান্তরের স্থান] অন্তর্ভুক্ত করাতে হবে। সঠিক ড্রেজিং ও মাটি, বালু, পাথরের ব্যবস্থাপনার প্রমাণ ভিডিও চিত্রে ধারণ করতে হবে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষকে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রকল্প এলাকায় এবং উপজেলা পরিষদ চত্বরে বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৬৯। [ক] তিস্তা ব্যারেজের পানি ধারন ও তিস্তা নদীর পানি বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এজন্য ব্যারেজের উজানে ২৩ কিলোমিটার তিস্তা নদী খননের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানি ধারন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। [খ] সম্পূরক সেচ প্রদানের পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে সেচের সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। [গ] পানি উন্নয়ন বোর্ডকে রংপুর বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে পূর্ণঅবয়বে সার্বিক অবস্থা আলোচনা-পর্যালোচনা করে বৃহদাকার পানির পাকৃতিক সংরক্ষণাধার গড়ে তোলার লাগসই প্রকল্প হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল সমীক্ষার মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে। [ঘ] হাইড্রোলাজিক্যাল সীমানা পানি আইন, ২০১৩ অনুযায়ী নির্ধারণ ও নির্দিষ্টকরণসূচক উভয় তীরের প্লাবণ ভূমি [Flood plain] সংরক্ষণ নিশ্চিত করবে পাউবো।

৭০। বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানি প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট বৃহদাকার পানির রিজার্ভ, নদী ও সংযোগ খালগুলি গভীরভাবে খননসহ যুৎসই/টেকসই প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে; শুষ্ক মৌসুমে উক্তরূপে সংরক্ষিত পানি, সেচ, নৌ-চলাচলসহ মৎস্য উৎপাদনের আবশ্যকীয় কার্যক্রম গ্রহণ ও ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

৭১। প্রত্যেকটি নদীর নাব্যতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দখল ও দূষণ ও জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ-প্রতিবেশ বিনষ্টের উর্দ্ধগতি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। ফলে বর্ষাকালে কিছু পানি থাকলেও শুষ্ক মৌসুমে কোনো পানি থাকে না। আবার কোনো কোনো বর্ষায় প্লাবনের কারণে এলাকাবাসীসহ ফসলাদি ক্ষতির সম্মুখিন হচ্ছে। নাব্যতা হ্রাসের কারণ দূরীকরণসহ নাব্যতা ধরে রাখা/পানি সংরক্ষণ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা ক্যাপিটাল ড্রেজিং/ড্রেজিং/খনন কিংবা ব্যারেজ তৈরি গভীর hydro-morphological ও geo-Technical সমীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে।

৭২। বরিশাল ও গোপালগঞ্জ জেলাধীন সাতলা-বাগধা প্রকল্পের পোল্ডারাধীন স্লুইসগেটগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে অকোজে হয়ে গেছে; সেগুলির যথাযথ তালিকা করে অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে পরিকল্পনা/প্রকল্প গ্রহণের তাগিদ দেয়া হয়েছে পাউবো ও জেলা প্রশাসককে। এসব প্রকল্পের আওতাধীন খাল-বিলসহ হাইড্রোলজিক্যাল ডাটাব্যাকে তৈরিরও তাগিদ দেয়া হয়েছে।

৭৩। শুষ্ক মৌসুমে পানি ব্যবহারের জন্য পানি সংরক্ষণের প্রাকৃতিক আধার [Natural Reservoir] তৈরির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য অবিলম্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রেরণ করতে হবে। পর্যাপ্তরূপে সমন্বিত আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সমীক্ষার ভিত্তিতে পাউবো/বিআইডব্লিউটিএ/বন্দর কর্তৃপক্ষ/বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি সমন্বয়ের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এক্ষেত্রে প্রকল্প গ্রহণ করবে। এসব ক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করবে।

৭৪। সাতলা-বাগধা প্রকল্পের খালগুলি খননপূর্বক পানি ধারণ ও প্রবাহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; একইসাথে এগুলিকে মৎস্য চাষের উপযোগী করে তুলতে হবে এবং যৌথ খামার সেচ পদ্ধতির আওতাধীন সামাজিক মৎস্য চাষ নিশ্চিত করতে হবে। যাতে সকল মালিক-কৃষকগণ তার সুফল জমির অংশভিত্তিক হারে পেতে পারেন। এতে করে কৃষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মৎস্য চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭৫। হাওর এলাকা, মেঘনাধনাগোদা, সাতলা বাগধাসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের প্রকল্পের খালগুলির নাব্যতা বজায় রেখে নৌকা-ডিংগির সাহায্যে কৃষক কর্তৃক ধান পরিবহনের জন্য খালগুলি ব্যবহৃত হতে পারে তার সুব্যবস্থা পানি উন্নয়ন বোর্ডকে নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি এক্ষত্রে প্রয়োজনীয় তদারকি ও সহযোগিতা প্রদান করবে।

৭৬। বাংলাদেশে বিদ্যমান আন্তঃদেশীয় নদীর যে-অংশ উজানের পলি, বালু, দূষিত ময়লা আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে ও নদ-নদীগুলির নাব্যতা বিনষ্ট/হরণ করছে, তা খনন করার জন্য বাংলাদেশ-ভারতীয় যৌথ সহযোগিতা এবং আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা [Partnership] গড়ে তুলতে পারে এবং যৌথ ব্যবস্থার বিশেষজ্ঞ ফোরাম/কমন প্লাটফর্ম গঠন করা যেতে পারে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় [বিআইডব্লিউটিএ] ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে কার্যকর উদ্যোগ/ব্যবস্থা-সফল পানি কূটনীতি-[water diplomacy] সহ দ্বিপাক্ষিক/বহুপাক্ষিক ও বহুমাত্রিক সমঝোতা গ্রহণ করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক্ষেত্রে সমন্বয়ের ভূমিকা নির্বাহ করতে পারে।

৭৭। পাউবো, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় আন্তঃ নদীর [১৫টি] উপর যে প্রকল্প গ্রহণ করেছে ও করবে সেগুলির নদীভিত্তিক চলমান কর্মসূচির প্রকল্প বিবরণী ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন ও যৌথ নদী কমিশনকে নিয়মিত অবহিত রাখবে। এ সব প্রকল্পের কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে অবহিত রাখতে তাদেরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৭৮। নদীর দখল ও দূষণ, নদীর উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় প্রথম শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতেও তা বাধ্যতামূলক পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়/জাতীয় টেকসটবুক বোর্ডকে অনুরোধ জানিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। এ বিষয়ে দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকেও আলোচনা অনুষ্ঠান ও মডিউলভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৭৯। আন্তঃদেশীয় নদীর সুরক্ষা ও সুব্যবস্থাপনার জন্য আন্তঃদেশীয় আঞ্চলিক নদী সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চীন, ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশ সমন্বয়ে নদী ফোরাম সীমানা গঠন করার পরামর্শও দেশের বিভিন্ন সংগঠন/সংস্থার বিশেষজ্ঞগণ প্রদান করেছেন।

৮০। জাতীয় নদী বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন করা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়-দায়িত্ব নির্দিষ্ট করার বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কাজ করে যাচ্ছে। নদীকে মাছের চলাচল উপযোগী এবং মৎস্য প্রজনন চারণক্ষেত্র বিবেচনা করে আগুনমুখার মত অন্যান্য নদীকে সংরক্ষণ করার কার্যকর ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবে। BD Delta Plan 2100 এর আওতায় সেই সুযোগ তৈরি করতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পর্যাপ্ত সমীক্ষা ও গবেষণা অপরিহার্য। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভাগ/দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ শুরু করেছে, এক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন উল্লেখযোগ্য কার্যনির্বাহ করছে।

৮১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিভাগ/জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির মাধ্যমে সরেজমিন পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করে দেশের সকল নদীর সমস্যা চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে, গবেষণা পরিচালনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানে কমিশন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে তদরূপ পরামর্শ দিয়েছে।

৮২। প্রত্যেকটি বড় নদীর জন্য আলাদাভাবে সমস্যা চিহ্নিত করে তার যুৎসই সমস্যা সমাধানের জন্য পৃথকভাবে কার্যক্রম গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা/কর্তৃপক্ষ এবং বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে পরামর্শ/নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৮৩। বাংলাদেশের নদীতে হট স্পট [hot spot] চিহ্নিত করা নদীর জন্য বাফার জোন, জলাশয় ও প্লাবন ভূমি এলাকা সংরক্ষণ করা এবং বাংলাদেশের রিভার নেটওয়ার্ক কার্যকর রাখা অত্যাবশ্যকীয় কাজ। BD Delta Plan 2100 এ পরিকল্পনা /নীতিমালা এবং প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ পর্যাপ্ত মাঠ জরিপ/সমীক্ষার মাধ্যমে দক্ষতা/যোগ্যতা ও সততা- নিষ্ঠার সাথে চূড়ান্ত করতে হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে।

নদ-নদীর দখল, দূষণ ও স্বত্ব-স্বার্থ বিষয়ে আইন মামলা মোকাবেলা প্রয়োগ ও {ধারা-৩ [২] ও ১২ [ঠ]}ঃ

৮৪। জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দেওয়ানী আদালতে নদী সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান মামলাগুলি আইনি মোকাবিলা করে সত্ত্বর নিষ্পত্তি করতে হবে। বিদ্যমান মামলার তালিকা প্রণয়ন, পিপি/জিপি নিয়োগ এবং এস,এফ [Statemant of Facts] যথাযথভাবে তৈরি করে মামলাগুলি দায়িত্বশীলতার সঙ্গে জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ/পাউবো/সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে মোকাবিলা করতে হবে।

৮৫। ক] সিএস পর্চা ও প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি-বিধান [SATA ১৯৫০ এর ধারা ৮৬, ৮৭ এবং ১৪৩ ও ১৪৯ [৪] অনুসরণ ও প্রয়োগ পূর্বক] এবং মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশনের সংশ্লিষ্ট রায়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে আদালতে পক্ষভুক্ত হয়ে আইনি লড়াই স্বার্থক ও সফলভাবে করতে হবে। খ] অবৈধ দখল থেকে নদীকে তাৎক্ষনিকভাবে রক্ষা করতে CrPC এর ১৩৩ ধারা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে পরামর্শ দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

৮৬। জেলাধীন যে সকল নদী সংক্রান্ত অবৈধ দখলের উপর হাইকোর্টের Stay Order রয়েছে, সেগুলির তালিকা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে; জাতীয় ও জনস্বার্থে উকিল নিয়োগ করেছে।

৮৭। অবৈধ দখল উচ্ছেদের লক্ষ্যে উচ্ছেদ বিষয়ক মোকদ্দমা রুজু করে অবৈধ দখল অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে এখনো মামলা দায়ের করা হয়নি, সেসব ক্ষেত্রে দ্রুত মামলা দায়েরসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসন/উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী কমিশনার [ভূমি]গণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। একইরূপে পাউবো/ বিআইডব্লিউটিএ/ভূমিমন্ত্রণালয়কেও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

৮৮। [ক] সিলেট বিভাগাধীন সকল নদীর উপর দখল, দূষণ বিষয়ে কয়েকটি রিট মামলা বিদ্যমান রয়েছে। ঐ সকল মামলার তালিকা ও এস এফ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন অবিলম্বে তৈরি করবে ও মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য মামলাগুলোর তারিখ, চাহিদাকৃত তথ্যাদি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করবেন। এসব মামলায় সরকার পক্ষে জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট জিপি এবং প্রয়োজনে বিজ্ঞ ও দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করবে। [খ] মহামান্য হাইকোর্টের ৩৫০৩/২০০৯ নং রিট পিটিশন এর ২৪-২৫ জুন/২০০৯ এর রায়ের নির্দেশনা এসব মামলার শুনানীকালে সংশ্লিষ্ট আদেশ নজরে আনার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবেন। [গ] যে সকল নদী, খাল, বিল, জলাশয় অবৈধ স্থাপনা নিয়ে মামলা নেই কিংবা মামলা চলমান থাকলেও নিষেধাজ্ঞা নেই, সেইগুলিতে অবিলম্বে উচ্ছেদের কার্যকর অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনকে অবহিত করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

৮৯। ডাউকী/পিয়াইন/সারীসহ সকল নদীপথ, নদী তীর ফোরশোরসহ পর্যটন এলাকার সরকারি জমির অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার, নদীকে দূষণমুক্ত করণ এবং পানি-পরিবেশ সংরক্ষণার্থে বিভিন্ন আদালতে চলমান সকল মামলায় আইনি লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। Human Rights and Peace/BELA কিংবা অন্যান্য পরিবেশ সংরক্ষণকারী সংস্থার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থেই এসকল মামলার আইনি-লড়াই জোরদার করণার্থে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/বিভাগীয় প্রশাসন/জেলা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরগুলি তাদের নিজস্ব বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট নিয়োগ করে সত্যিকার চিত্র/অবস্থা বিজ্ঞ আদালতে তুলে ধরার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনও তাদের আইনজীবী নিয়োগপূর্বক চলমান মামলায় পক্ষভুক্ত হয়ে জোরালো আইনি লড়াই চালিয়ে যাবে। এসকল মামলালা পরিচালনায় আবশ্যকীয় তথ্যাদি, পূর্ণাঙ্গরূপে সংগ্রহপূর্বক স্বার্থকভাবে পরম দায়িত্বশীলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও কর্মকর্তাগন নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবিগন যাতে তুলে ধরেন তা কালেক্টর/জেলা প্রশাসক নিশ্চিত করবেন।

৯০। সকল মামলার তালিকা, বর্তমান অবস্থা, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কোন কোন ক্ষেত্রে পার্টিভুক্ত হতে পারে এবং কোন কোন বিষয়ে কমিশন সহযোগিতা করতে পারে তা উল্লেখ করে, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিতকরণার্থে জেলা প্রশাসকদের পরামর্শ দেয়া হয়ছে ।

৯১। অবৈধ পাথর ব্যবসায়ীদের সাথে আইনি লড়াই জোরদার করার ব্যবস্থা জেলা প্রশাসন/সরকার কর্তৃক আবশ্যিক ও অতীব জরুরি হয়ে পড়েছে। আদালতে চলমান মামলাগুলির আইনগত অবস্থা ও অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে কার্যকর পদক্ষেপ [রিভিউ/আপিল রিভিশন] গ্রহণ করতে হবে।

৯২। বাংলাদেশের নদী, শাখা নদী, জলাশয়, খাল, ঝর্ণা, ছড়া, হাওর ইত্যাদির সংজ্ঞা চিহ্নিত করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০১৩ এর সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

৯৩। জাতীয় ভূমি নীতিতে SATA 1950 এর ধারা ৮৬ ও ৮৭ ধারার আইনি বিধান এবং প্রজাসত্ত্ব বিধিমালা অনুসরণে নদ-নদীর স্বার্থ রক্ষার্থে অনুকূলে পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে ভূমি মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

নদ-নদী রক্ষায় জনসেচেতনতা বৃদ্ধিঃ ধারা ১২ [ঞ]

৯৪। জেলা গণসংযোগ অফিস, প্রিন্ট ও ই-মিডিয়া সহযোগিতার মাধ্যমে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ে জেলা/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখবে। এতে স্থানীয় সিভিল সোসাইটির নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, পরিবেশবাদী ও পরিবেশবান্ধব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার পরামর্শ জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রদান করেছে।

৯৫। তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ই-মিডিয়া/সংবাদপত্রকে নদ-নদী বিষয়ক সংবাদ প্রকাশে বিশেষ গুরুত্ব প্রদানের সরকারি আদেশ জারী করানো হয়েছে।

৯৬। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন নদী রক্ষায় সক্রিয় ও সচেতন হবার জন্য দেশের সকল মানুষকে আহবান জানায়। নদী রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমাজের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দসহ শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীদেরও আহবান জানানো হয়। এ লক্ষ্যে বিভাগীয়/জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি অব্যাহতভাবে র‌্যালি, সভা-সমাবেশসহ স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের জনগণ, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রীগণকে সচেতন করে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়ন অব্যাহত রেখেছে। এ কমিশন ম্যাগাজিন/পুস্তক প্রকাশে উৎসাহ যোগান দিয়ে চলেছে।

৯৭। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী ও সচিব মহোদয়গনের যৌথ উদ্যোগে সিলেটের জাফলং এলাকায় জনসচেতনতা কর্মসূচিসহ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে আশু সুফল পাওয়ার জন্য যথাক্রমে বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে একাজে বিভাগীয়/জেলা নদী

রক্ষা কমিটি সার্বিক এবং জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করে চলছে। কমিশন দেশের সকল বিভাগ/জেলা/উপজেলায় একইরূপ লক্ষ্য নিয়ে কর্মসূচি পালন ও বাস্তবায়ন কর চলছে। দেশের নদ-নদী সমস্যা চিহ্নিত করণ ও সমাধানের কার্যকর পদ্ধতি ও উদ্যোগ গ্রহণার্থে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা/জনপ্রতিনিধি/সাংবাদিক/ শিক্ষক/ পরিবেশবাদী/সুশিল সমাজের প্রতিনিধিসহ নদী তীরের অধিবাসীদের সমন্বয়ে সেমিনার/কর্মশালা/সভা আয়োজন করেছে।

৯৮। নদ-নদী, খালবিল, জলাশয়, রক্ষার জন্য বিদ্যমান সকল আইন, নিয়ম, বিধি-বিধান সবাইকে অবহিতকরণ। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক নদী দখল এবং পানি ও পরিবেশ দূষণ না করার পরামর্শ দিয়েছে। নদী বিষয়ক সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের আন্তরিক ও অকুণ্ঠ সহায়তা/সহযোগিতা/ভূমিকা রাখতে পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে নদী পাড়ের মানুষদের নিয়ে গণশুনানী করা হয়েছে। এবং নদী ও নদী সম্পদে তাদের অধিকার রক্ষার্থে দায়িত্বসচেতনতার আহবান জানানো হয়েছে।

৯৯। নদ-নদী রক্ষার জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়/শিক্ষা কমিশকেও অনুরোধ জানিয়েছে। স্কুল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় কতৃপক্ষ বেশ ক'টি কার্যকর কর্মসূচি পালন করেছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এধরনের কর্মসূচি অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাচ্ছে/সহায়তা প্রদান করছে। উৎসাহ-উদ্দীপনা যোগাতে ভূমিকা রেখে চলেছে। এইভাবে দেশের ৫৮টি জেলা নদী-নক্ষা কমিটির সভায় মিলিত হয়ে নদ-নদীর সমস্যা ও সমাধানে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কমিশন নদ-নদীর বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনে দেশের কমপক্ষে ২০০উপজেলা ভ্রমন করেছে/সভা করেছে/নদী সমাবেশ করছে/গণশুনানী করেছে এবং যথার্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুস্পষ্টকরণসহ প্রশাসনিক/সাংগঠনিক/নাগরিক দায়িত্ব ও ভূমিকা তুলে ধরেছে।

১০০। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক জনগণকে সম্পৃক্ত ও সচেতন করার কার্যে সকল সামাজিক মিডিয়া ব্যবহার ও নদী সম্পর্কিত সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি নদী, পানি ও পরিবেশ বাঁচাতে নিয়োজিত দেশের বিভিন্ন সংগঠনের প্রায় ৭০টি প্রতিনিধিদের নিয়ে নদী রক্ষা, পানি ও পরিবেশ সুরক্ষায় জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন মতবিনিময় সভা/পথ সভা/র‍্যালি/ নদী উদ্ধার উৎসব/নদী মেলা/সেমিনার/আলোচনা সভা/গবেষণা ও সমীক্ষার ফলাফল মূল্যায়ন করেছে; যৌথভাবে আয়োজন করেছে নদ-নদী বিষয়ক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বহুমাত্রিক অবদান মূল্যায়ন করা হয়েছে।

১০১। নদীর বাফার জোন, জলাভূমি সংরক্ষণ করে Environmental flow বজায় রাখা। ট্রান্সবাউন্ডারী নদীর দূষণ, দখল ও সুরক্ষার জন্য জয়েন্ট রিভার কমিশনকে সম্পৃক্ত করে কার্যকর পরিকল্পনা বাস্তবায়ণ করা; নদী সংলগ্ন জলাশয়, বিল, হাওর ও হাওরের মধ্যে অবস্থিত খালসমূহের উন্নয়ন সংরক্ষণ করা; নদীর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নদীভিত্তিক যোগাযোগ, মৎস্য চাষ, চাষাবাদ, পর্যটন কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য স্টেকহোল্ডার মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে পরামর্শ প্রদানে আলোচ্য বছরে ব্যাপৃত থেকেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

নদী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা-সমীক্ষা তথ্যভাণ্ডার তৈরি: ধারা ১২ [চ]:

১০২। [ক] জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা মাসে কমপক্ষে একবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলার নদ-নদীর তথ্য সংগ্রহও পর্যালোচনা করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পরামর্শ দিয়েছে। [খ] সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। [গ] সকল উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা নদ-নদী খালবিল, জলাশয় ও জলাধারের সংখ্যা, অবস্থা ও অবস্থান জানাতে ছক ভিত্তিক তথ্য প্রদানে নির্দেশনা জারী করা হয়েছে এবং কার্যকর পত্র বিনিময় করা হয়েছে। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

১০৩। দেশের সকল নদী, খাল, বিল, জলাশয়ের সংখ্যা নির্ণয়ের মাধ্যমে একটি ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। এক্ষেত্রে ২-৫ বছরের মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

১০৪। হাওর অঞ্চলে নদ-নদী, খাল, বিল এর উপর জরিপ পরিচালনা করা আবশ্যক। হাওড় অঞ্চলাধীন নদ-নদী ও খালের প্রকৃত সংখ্যা, বর্তমান অবস্থা ইত্যাদির সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকা প্রয়োজন। হাওরভিত্তিক তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার জন্য CEGIS সহ

বাংলাদেশ হাওর ও জলাশয় উন্নয়ন অধিদপ্তর কে সুপারিশর করা হয়েছে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক্ষেত্রে জেলা ও উপজেলা নদী রক্ষা কমিটিকে মৌজাভিত্তিক সংখ্যা সংশ্লিষ্ট হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল তথ্যাদি সংগ্রহ ও প্রেরণে পরামর্শ দিয়েছে।

১০৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, পাউবো-কে শুধু গুগল নির্ভর তথ্য নয়, নদীকে পূর্ণাঙ্গরূপে সমীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সংস্থা [CEGIS, IWM] এর সাথে SPARRSO-কে নিয়ে সমন্বিতরূপে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়। SPARRSO Real Time Data নিয়ে কাজ করে, যা বাংলাদেশের অন্য কোন সংস্থা করে না। Remote Sensing এবং Real Time Data Analysis করেই নদীর Hydro-Morphological তথ্য ও চিত্র উত্তমরূপে আহরণপূর্বক কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণার্থে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

১০৬। প্রয়োজনীয় লোকবল সংকট থাকার পরেও প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ, প্রয়োজনীয় জরিপ কাজ, ডাটা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদি কাজের জন্য পুরোপুরি মাঠ দপ্তরের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরিতে অধিক সময় লাগছে।

১০৭। আন্তঃসীমান্ত নদীতে কোন বাঁধ বা প্রকল্প গ্রহণ বা পানির মূল প্রবাহের গতি পরিবর্তন, উত্তোলন ও অপসারণ করলে বাংলাদেশে বিদ্যমান ঐ নদীর অবশিষ্টাংশের উপর কি প্রভাব পড়ছে/পড়বে তা জানা অপরিহার্য। সে অনুযায়ী যৌথ নদী কমিশন/পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি [RS/GIS/GPS/IT based Technology] ব্যবহার/প্রয়োগ করে Webbased/Online ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

১০৮। আন্তঃসীমান্ত ৫৭টি নদীসমূহের সার্বিক তথ্যাদি, বর্তমান ভৌত অবস্থা, নদীর পানি ধারণ ও প্রবাহ, নিষ্কাশন ও সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সমৃদ্ধ রিপোর্ট তৈরি করার জন্য বাংলাদেশের পক্ষে এককভাবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশ/দেশগুলির সঙ্গে যৌথভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজনীয়তা জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সভা/পর্যালোচনা/মতবিনিময় ও মূল্যায়ন করে জেআরসি-কে জানিয়ে দিয়েছে।

১০৯। আন্তঃসীমান্ত নদ-নদীর সুশাসন, সংরক্ষণ ও বন্টন ব্যবস্থাপনা এবং পাহাড়ি ঢল, বন্যার পূর্বাভাস দেয়ার জন্য যৌথ তথ্য ভাণ্ডার/তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের কার্যকর উদ্যোগ যৌথ নদী কমিশনকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১১০। আন্তঃসীমান্ত নদীর বর্তমান সংখ্যা ৫৭টি বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে ৫৪টি। এই নদীর সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের মতভেদ দূরীকরণার্থে জেআরসি, পাউবো, স্পারসো, নদী গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন যৌথভাবে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে hydro-morphological এবং Geo-physical সমীক্ষা/গবেষণা করে নদীর সংখ্যা ও বর্তমান অবস্থান ও অবস্থা চূড়ান্ত করবে। উক্ত যৌথ সংস্থাগুলি/কতৃপক্ষ এ সকল নদীপথের পূর্ণাঙ্গ প্রযুক্তিগত ও থিমেটিক ম্যাপও তৈরি করবে, এক্ষেত্রে BD Delta Plan 2100-এর আওতায় মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ও প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা ও তার পর্যাপ্ত অর্থায়নও বাস্তবমুখী করে তুলতে হবে। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন এক্ষেত্রে সমন্বয়ের ভূমিকা পালন করবে।

১১১। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন দেশের নদ-নদী, খালবিল, হাওড়-বাওড়, জলাশয় ও জলাধারের সামগ্রিক ম্যাপ সমন্বিত করে RS, GIS, GPS এবং Real Time Data Verification ও Validation এর মাধ্যমে স্পার্সো'র সাহায্যে ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম সম্পাদনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এছাড়াও আগামী ৫ বছর মেয়াদে দেশের ৪৮টি নদ-নদীর ডাটাবেজ তৈরি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সরকার এতে অর্থায়ন করে চলেছে। সমস্যা চিহ্নিত করার জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছে।

প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাঃ

১১২। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত ও গেজেটকৃত বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটি/জেলা কমিটি/উপজেলা নদী রক্ষা কমিটির সভা নিয়মিতভাবে মাসে কমপক্ষে একবার আয়োজন করতে হবে। সভার কার্যবিবরণী আবশ্যিকভাবে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সকল উপজেলায় যথার্থরূপে নদী রক্ষা কমিটি গঠন এবং মাসে কমপক্ষে একবার যাতে পৃথকভাবে সময় দিয়ে কার্যকর সভা অনুষ্ঠিত হয় বিভাগীয় কমিশন তা নিশ্চিত করবেন। কমিটিতে সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি, পরিবেশ কর্মী/নদী কর্মীদের অগ্রাধিকার বিবেচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্থানীয় নদী গবেষকদের নদী রক্ষা কমিটিতে প্রতিনিধি হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পরামর্শ ও দেয়া হয়েছে।

১১৩। কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলে মিঠামাইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলীতে হাওর এলাকায় সরকারি কর্মকর্তাদের নদী, খাল, বিল, হাওর পরিদর্শন ও যোগাযোগ করার জন্য, Sea Truck/Rescue Boat থাকা আবশ্যক বিধায় তা সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণার্থে সরকারের সু-দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল একইভাবে।

১১৪। বেশ ক'টি উপজেলায় উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি গঠিত হয়নি। কোথায়ও কোথায়ও কমিটি হয়েছে, কিন্তু তা কার্যকর হচ্ছে না। কমিটিতে মাত্র উপজেলা পর্যায়ের কয়েকজন কর্মকর্তাকে সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটিতে বেসরকারি প্রতিনিধি, সংবাদ মাধ্যম, পরিবেশ কর্মী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

১১৫। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, সিডিএ, ওয়াসা, পুলিশ বিভাগ ও জেলা প্রশাসনের সাথে নিবিড় সমন্বয় করে নদী ও সংযোগ খালগুলির ড্রেজিং করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এইক্ষেত্রে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিভাগীয় নদী রক্ষা কমিটির সভা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে।

১১৬। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সুনামগঞ্জের নদী হাওর, বাওর, জলাশয় সংক্রান্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা নদী রক্ষা কমিটির সভায় আলোচনা করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ-পাউবো/বিআইডব্লিউটিএ/পৌরসভা/জেলা পরিষদ কিংবা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নকালে জেলা নদী রক্ষা কমিটিতে যুক্তিসংগত সময়ে প্রকল্পের হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরতে এবং মাঠ পর্যায়ে নদী সংশ্লিষ্ট কর্মসূচি, প্রকল্প/কার্যক্রম এবং সমন্বয় সাধন করতে জেলা নদী রক্ষা কমিটিকে পরামর্শ দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

১১৭। কমিটির সকল সদস্য এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা, দক্ষতা, যোগ্যতা, পেশাদারিত্ব ও জবাবদিহিতার মাধ্যমে সহযোগিতা করবে বলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সিদ্ধান্ত জানিয়েছে; যাতে বরাদ্দকৃত অর্থ/সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার জনস্বার্থে নিশ্চিত করা যায়। উল্লেখযোগ্য যে, ২০১৮ সালে সুনামগঞ্জ জেলায় বাঁধ নির্মাণে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে [রাত-দিন] কার্যকর পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণের ফলে সম্পদের সদ্ব্যবহারের যে নজির সৃষ্টি হয়েছে তা অব্যাহত রাখার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এভাবে জনগনের আস্থার জায়গা তৈরি করে নদী রক্ষায় উত্তরোত্তর অবদান রাখার পরামর্শ/নিদের্শনা দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

১১৮। নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান ও উপজেলাধীন সকল নদী, খাল, হাওর, বাওর ইত্যাদির তালিকাও প্রণয়ন করতে উপজেলা নদী রক্ষা কমিটি-কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। হাওর ব্যবস্থাপনার সাথে উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট করতে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন পরামর্শ দিয়েছে।

১১৯। নদী রক্ষায় এবং পানি, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশের আলোকে কার্যকর ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর-কে যথা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছে জাতীয় রক্ষা কমিশন।

আন্তঃনদী সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রমঃ

১২০। আন্তঃসীমান্ত নদ-নদী সংরক্ষণ নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণ, অবস্থান চিহ্নিত করা, যৌথ ব্যবস্থাপনা এবং পানি প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তনজনিত তথ্যাদি নিয়মিত যথোপযুক্ত সময়ে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জেআরসিকে পরামর্শ দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। এক্ষেত্রে উন্নত, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যও অনুরোধ জানিয়েছে।

১২১। ভারত, চীন, নেপাল ও মিয়ানমার এর সাথে আন্তঃসীমান্ত নদ-নদী সম্পর্কে পুরো তথ্যাদি যুগোপযোগী উন্নত সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/জেআরসি/পাউবো/ হাইড্রো-মরফোলজিক্যাল বিশেষজ্ঞ বহুপক্ষীয় কমিটি গঠন করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও আইনি কাঠামো আবশ্যক।

১২২। জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সমন্বিত সভা করে নদী রক্ষার জন্য মুখ্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত জানতে নদী রক্ষার লাগসই ও যুৎসই কার্যক্রম কর্মসূচি/পরিকল্পনা/প্রকল্প/সমীক্ষা/গবেষণা এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ইত্যাদি গ্রহণ করতে পরামর্শ প্রদান করেছে। আভ্যন্তরীণ নদী, নদী ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদ ও পানি, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ও উন্নয়নের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে পারস্পারিক ও আন্তরিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভারসাম্য তৈরির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরি বলে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন মনে করে। নদী সংশ্লিষ্ট উজান-ভাটির প্রবাহ ও যৌথ ব্যবস্থাপনার কার্যকর ও ফলপ্রসু উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অনুরোধ জানিয়েছে জেআরসিকে। এক্ষেত্রে দেশগুলির জনগণ-সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি/বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার জনগণকে সম্পৃক্ত কওে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও ত্বরান্বিত করতে পারে।